দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 1.6.83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

038

সেরা শিক্ষকের পুরস্কার

দেশের সেরা শিক্ষকদের জন্যে জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তনের কথা ভাবা হচ্ছে বলে সাম্প্রতিক এক খবরে জানা গেল। এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। দেশের ভাবী নাগরিকদের যারা তৈরি করছেন তাদের শ্রম ও মেধা জাতীয়ভাবে স্বীকৃত হওয়া উচিত অবশ্যই।

খবরটা পড়ে মনে প্রশ্ন জাগল, সেরা শিক্ষকদের কি ধরনের পুরস্কার দিলে মানানসই হবে। সে কি সোনার কিংবা রূপার পদক হবে? নাকি নগদ টাকার বান্ডিল? নাকি পাঞ্জাবী উত্তরীয় গোছের কিছু? টাকার বান্ডিল একটু স্থূল ব্যাপার কিন্তু পুরস্কার হিসেবে নগদ টাকা দেয়া হলে দরিদ্র শিক্ষকদের অভাবের সংসারের গর্তে যে কিছুটা ভরাট হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই ভাবছিলাম সেরা শিক্ষকদের পুরস্কার হিসেবে পদকের সঙ্গে নগদ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করলে ভালোই হয়।

পুরস্কার নিয়ে যখন এসব চিন্তা-ভাবনা করছি তখন ভাবনার স্রোতে বাধা জন্মাল একই দিনের কাগজে প্রকাশিত আরেকটি খবর। এই খবরের শিরোনাম হচ্ছে, 'নকল করতে না দেয়ায় অধ্যাপিকা প্রহৃত'। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পড়ে জানা গেল, যশোর বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষদিনে যশোর সরকারী মহিলা কলেজের একজন প্রভাষিকা নকলবাজ পরীক্ষার্থীদের হাতে প্রহৃত হয়েছেন। তাঁর অপরাধ, পরীক্ষার্থীদের নকল-কর্মে তিনি বাদ সেধেছিলেন। নকলবাজরা নাকি তাঁকে আগের দিনই 'দেখিয়ে দেবে' বলে শাসিয়ে গিয়েছিল।

তারা তাদের কথা রেখেছে এবং ভালোভাবেই দেখিয়ে দিয়েছে। নকলের মত মহৎ কর্মে বাধা দেবার শাস্তি ওই অধ্যাপিকা ভালোই পেয়েছেন।

এই খবর পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, সেরা শিক্ষকদের পুরস্কার সম্পর্কে আমাদের ভিন্ন রকম কিছু চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। যারা ভালো শিক্ষক, দেখা গেছে তারা বেশ গোঁয়ার প্রকৃতির এবং সনাতন মূল্যবোধে তাদের অগাধ আস্থা। যুগের হাওয়ার সঙ্গে তারা মানিয়ে চলতে জানেন না ফলে পরীক্ষার হলে নকল করার মত অলঙ্ঘনীয় অধিকারেও তারা হস্তক্ষেপ করে বসেন। ফলে তারা যথারীতি বিপদও ডেকে আনেন।

যশোর মহিলা কলেজের প্রভাষিকাকে তো আগেভাগেই ওয়ার্নিং দেয়া হয়েছিল। অনুমান করছি, কথাটা কর্তৃপক্ষের কানেও গিয়েছিল। কিন্তু তারা যে প্রভাষিকাকে রক্ষা করার মত কোন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তেমন খবর আমরা পাইনি। সমাজে যে এর বিরুদ্ধে খুব একটা প্রতিবাদ উঠেছে এমনও নয়। তাহলে সেই অধ্যাপিকা নিজের ঘাড়ে বিপদ ডেকে আনলেন কেন?

সে যাই হোক, একেক মানুষের মূল্যবোধ একেক রকম। এই সমাজেই আবার এমন কিছু খলিফা শিক্ষক আছেন যারা ছাত্রদের নকল সরবরাহ করতে গিয়ে পরীক্ষার হল থেকে পরীক্ষার্থীর সঙ্গে বহিষ্কৃত হয়েছেন। কেউ-বা আবার লেখাপড়ার দোকান খুলে বসেছেন—সেই দোকানে ফী দিয়ে পরীক্ষায় বসা যায়, পাস-ফেল কিছু একটা স্বীকৃতিও অর্জন করা যায়।

এ নিয়ে আফসোস করে লাভ নেই। শাদায়-কালোয়, আলো-অন্ধকারে মেশানো জগৎ। কেউ ঘুষ খেয়ে সুখে থাকে, কেউ ঘুষ না খেয়ে ভুখে থাকে, কেউ বিশ্বাসের জন্যে মূল্য দেয় কেউ-বা বিশ্বাসের মাথায় চাঁটি মেরে মূল্য পায়। মানব সংসারে সবার বুদ্ধি সমান নয়। সমান হলে সবাই সমান করে খেতে পারতো—নকল ধরতে গিয়ে অধ্যাপিকাকে মার খেতে হত না সন্তানতুল্য শিক্ষার্থীদের হাতে।

সমাজে সেরা শিক্ষকের মানদণ্ড অবশ্য এখনও নির্ধারিত হয়নি। পরীক্ষায় অবাধ নকলের সুযোগ এবং অন্যাবিধ দুর্নীতির সুযোগ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পাসের রাস্তা যারা মহাসড়কের মত প্রশস্ত ও সুগম করে দেন তারা যদি সেরা শিক্ষক বলে সমাজ কর্তৃক বিবেচিত হন তাহলে কোন মুশকিল নেই। কিন্তু যারা একটু গোঁয়ার, পুরনো মূল্যবোধে বিশ্বাসী, নকল আর প্রশ্নপত্র ফাঁসে যাদের ঘোর অরুচি,—যারা শিক্ষকতার সনাতন-ধর্ম আঁকড়ে বসে আছেন তাদের পুরস্কৃত হলে একটু ভিন্ন চিন্তা-ভাবনা করা যেতে পারে। পুরস্কার হিসাবে পদক, নগদ অর্থ ইত্যাদি যাই দেয়া হোক না কেন, সেই সঙ্গে যদি নিরাপত্তার জন্যে লৌহবর্ম গোছের কিছু দেয়া যায় তাহলে বড় ভালো হয়। নইলে এই উদাসীন সমাজে নিরীহ শিক্ষকরা পুরস্কারের পদক আর অর্থ নিয়ে আরও বেশি ফাসাদে পড়বেন।

—দর্শক